WELLAND GOULDSMITH SCHOOL, PATULI
CLASS - X
BENGALI 2ND LANGUAGE
SESSION - 2020-2021

কবিতা – রবীন্দ্রনাথের প্রতি
কবি – বুদ্ধদেব বসু

বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'বাইশে শ্রাবণ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় যুদ্ধের পটভূমিকায় দেশব্যাপী যে নিদারুণ দুর্দিন দেখা দিয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। মানবসভ্যতা আজ শ্মশানের চিতা শয্যায় শায়িত। ফ্যাসিস্ট নাৎসী দস্যুরা সভ্যতার কল্যাণময় সৃষ্টি সকলকে গ্রাস করেছে। শক্তির দম্ভ মহামারির মতো পৃথিবীর দিকে দিকে বিস্তার লাভ করেছে। মানুষের কর্মে ও মজ্জায় সেই মহামারির সংক্রমণ। মানুষের জীবনের আনন্দ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাভাবিক শক্তি সবই আজ কেড়ে নিয়েছে শক্তি স্পর্ধা দস্যুর দল। রক্তপায়ী উদ্যত সঙ্গীনের কাছে মানুষের প্রাণের কোনো দাম নেই ।চতুর্দিকে কেবল মৃত্যুর করালগ্রাস। ফলে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মৃত্যুদূত বর্বর রাক্ষসের হানা নাৎসী রক্তপায়ীর দল কর্কশ কন্ঠে চিৎকার করছে –তাদের চেয়ে বড়ো শক্তি আর কেউ নেই। তারা দুর্বার শক্তি নিয়ে রাক্ষসের বিক্রমে ছুটে আসছে মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও প্রাণ কেড়ে নেবার জন্য। উন্মত্ত জন্তুর দল সোনার হরিণের খোঁজে দেশে দেশে দিকে দিকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের পশুশক্তির ভয়ে মানুষের প্রাণ আজ শিহরিত ও বিকম্পিত। ভারতের বুকে সোনার হরিণের লোভে ফ্যাসিস্টের

দল পশুশক্তি নিয়ে আবির্ভূত। এদেশের মানুষের স্বাভাবিক প্রাণ সৌন্দর্য ত্রস্ত শিহরনে মূক-বধির।

ভারতের স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশেও আজ বর্বর রাক্ষসের হুংকার, লোভের মদমত্ত লালা নিঃসরণ। ভারতের শান্তিময় মানুষের মন ও প্রাণ গ্রাস করতে উদ্যত সেই রক্তপায়ী অত্যাচারী পশুশক্তির প্রতীক ফ্যাসিস্ট নাৎসীরা । কবি ভারতের বুকে সেই পশুশক্তির অত্যাচারের পটভূমিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মানবতার শাশ্বত বাণী ও অভয়মন্ত্রের কথা স্মরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মানবতার বাণী বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ এবং সত্য শিব সুন্দরের অভীমন্ত্র ভারতবাসীকে দুঃখ লাঞ্ছনা সহ্য করবার শক্তি ও প্রেরণা যোগায়। কবি অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যয় বাণী দিয়ে বিশ্বাস করেন যে জীবনের জয় সুনিশ্চিত, শাশ্বত সত্যের জয় অবধারিত। ভারতের জাতীয় জীবনের দুর্যোগের ও সংকটের দিনে রবীন্দ্রনাথের বাণী অক্ষয় মন্ত্রের প্রেরণা দেবে এবং মানবতাকে শক্তি ক্রোধ ও সাহস যোগাবে। ভারতবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে কবি দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করেন যে, রবীন্দ্র আদর্শের প্রেরণায় আমরা সঙ্কট ও বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারবো। কবির দৃঢ় বিশ্বাস –

" অন্তরে লভেছি তব বাণী
তাই তো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে জানি।"

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ :

1. " অন্তরে লভেছি তব বাণী
তাইতো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে জানি।"

ক) কে কার বাণী লাভ করেছেন?

খ) কবি ভয় মানেন না কেন?
গ) 'জীবনেরই জয়' কথাটির অর্থ কি?
ঘ) কবির মতে জীবনের জয় কিভাবে সূচীত হতে পারে? 2+2+3=3=10

2. " তোমার অক্ষয় মন্ত্র "
ক) কার প্রতি কার এই উক্তি?
খ) কবি কার কাছ থেকে কিভাবে এই অক্ষয় মন্ত্রটি লাভ করেছেন?
গ) অক্ষয় মন্ত্রটি কি?
ঘ) এই অক্ষয় মন্ত্র দ্বারা সত্যিই কি ধ্বংস হতে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব? 2+2+3+3=10